Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 30-06-2026 15:47 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৫ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ৩০ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮৭ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

এসআইআর ইস্যুতে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি ইন্ডিয়ার, সই করল 'দলছুট' আপ-ডিএমকেও

'হাত কেটে নেব', সিন্ধুর জল বন্ধে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি পাকিস্তানের

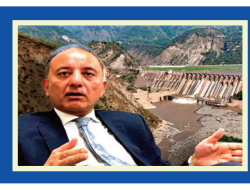

চিনের হাতে বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্প! 'উদ্বিগ্ন' দিল্লিকে বার্তা দিল বেজিং

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালে বিধ্বংসী আগুন

পুড়ল বাড়িঘর, আহত ২০, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

নয়া জামানা ঃ ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল হলদিয়া তেল শোধনাগার এলাকা। মঙ্গলবার রাত পৌনে তিনটে নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুরের এই শোধনাগারে ন্যাপথা বহনকারী একটি পাইপলাইনে প্রথম আগুন নজরে আসে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে হলদিয়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিরঞ্জীবপুর এলাকায়, পুড়ে যায় বেশ কয়েকটি বাড়ি। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১২টি ইঞ্জিন এবং আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, আহতদের অধিকাংশই স্থানীয় বাসিন্দা, তবে এর মধ্যে কোম্পানির দু'জন নিরাপত্তাকর্মীও রয়েছেন। আহতদের প্রথমে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে স্থানান্তর করা হয় তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এ ছাড়া প্রায় ১০ জনকে কলকাতার এসএসকেএম ও এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ এবং শহরের দু'টি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ওই আধিকারিক জানান, দমকলকর্মীরা ফোম ও ফ্লাই অ্যাশ ব্যবহার করছেন এবং আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসবে। তাঁর কথায়, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ন্যাপথা পাইপলাইনের ছিদ্র বা লিকেজ থেকেই আগুনের সূত্রপাত, তবে তদন্তেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।আগুনের জেরে ঘটনাস্থলের কাছে থাকা রেলওয়ের ওভারহেড সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার জেরে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। ঘটনাস্থলটি রেললাইনের খুব কাছে হওয়ায় যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায়

রেখে হলদিয়া থেকে সকালের ট্রেন যথাসময়ে ছাড়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এর জেরে চরম সমস্যায় পড়েন হলদিয়া থেকে পাঁশকুড়া বা হাওড়াগামী বহু নিত্যযাত্রী।এক বিবৃতিতে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস (এইচপিএল) জানিয়েছে, প্রাথমিক তথ্যে ইঙ্গিত মিলেছে যে তাদের প্ল্যান্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি অননুমোদিত ন্যাপথা চুরির চেষ্টা থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। সংস্থার বক্তব্য, ন্যাপথা অত্যন্ত দাহ্য ও বিপজ্জনক হাইড্রোকার্বন হওয়ায় নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির কথা ভেবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অননুমোদিত ব্যবহার বা নাড়াচাড়া থেকে বিরত থাকতে স্থানীয় বাসিন্দাদের বারবার সতর্ক করা হয়েছিল। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে অতিরিক্ত মন্তব্য করা বা কাউকে দায়ী করাটা তাড়াহুড়ো হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থা, পাশাপাশি তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ কুমার বিজলি। তিনি বলেন, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন, তাঁদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং গুরুতর আহতদের কলকাতায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। বেশ কয়েকজনের ঘরবাড়িও পুড়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি, এবং আশ্বাস দেন, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে।

দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ

নয়া জামানা ঃ তহবিল নিয়ে দুই তৃণমূলের দড়ি টানাটানির মাঝে আরও একবার আদালতে ধাক্কা খে ল কালীঘাট তৃণমূল। দলের তহবিলের অধিকার পেতে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। কিন্তু মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ করে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। জানালেন, মামলা এগিয়ে এনে শুনানি সম্ভব নয়। তালিকা অনুযায়ীই তৃণমূলের তহবিল সংক্রান্ত মামলা শুনবেন তিনি।

বিচারপতির এই কথা শুনে রাজ্য সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির জন্য আর্জি জানিয়েছেন।

২১ জুলাইয়ে না

নয়া জামানা ঃ ধর্মতলায় একুশে জুলাই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান কি অতীত? কলকাতা পুলিশের বার্তায় সেই সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠছে। সূত্রের খবর, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আর কোনও জনসভা করা যাবে না। তা জানিয়ে মঙ্গলবার কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'আসল' তৃণমূলের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা পুলিশ। জানা যাচ্ছে, পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা

জানিয়েছেন, ভিক্টোরিয়া হাউস এবং তার চারপাশে আগেকার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারি থাকে।

ডিম থেরাপি বন্ধে গাইডলাইন

তৈরির নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়া জামানা ঃ পালাবদলের পর রাজ্যজুড়ে রীতিমতো ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে ডিম থেরাপি। অপছন্দের নেতাকে হাতের নাগালে পেলেই তাঁর দিকে ডিম ছুড়ছে উত্তেজিত জনতা। এই ঘটনার জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে ডিম ছোড়া বন্ধে রাজ্যকে গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। পাশাপাশি রাজ্যের কাছে বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করা হয়েছে।এই প্রবণতার শুরু হয়েছিল তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। পালাবদলের পর নিহত দলীয় কর্মীর বাড়ি যাওয়ার পথে ডিম হামলার মুখে পড়েন তিনি। সেখানে তাঁকে রীতিমতো হেনস্তা করা হয়, পোশাক ছিঁড়ে যায় এবং হেলমেট পরে কোনওক্রমে ঘটনাস্থল ছাড়েন তিনি। এরপর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে একই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। আদালতে পেশের সময় বিজেপি নেতা সব্যসাচী দত্তের দিকেও ডিম ছোড়া হয়। এ ছাড়া কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ঠিক সামনে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের উপরও

ডিম হামলা হয়। এই ঘটনাগুলি নিয়েই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়।মঙ্গলবার শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী রাজ্যের উদ্দেশে বলেন, সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?একজন-দুজনকে গ্রেপ্তার করে কী হবে?বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় বলেন, সবার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।জবাবে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে জানান,আমরা বলেছি কেউ যেন নিজেদের হাতে আইন তুলে না নেন। কোনও অভিযোগ না পেলে আমরা কীভাবে পদক্ষেপ নেব?এর পাল্টা মামলাকারীদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, পুলিশ এগুলো নিজেই করছে। পুলিশ মব লিঞ্চিং করছে, আর জনগণ কী করবে? আজই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হোক।বিমানবন্দরের মতো স্পর্শকাতর জায়গাতেও এই ধরনের আক্রমণ হচ্ছে। মন্ত্রী নিজেই ডিম ছুঁড়তে বলছেন। তিনি সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে আদালত ডিম ছোড়া বন্ধে রাজ্যকে গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দেয় এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 30-06-2026 15:47 Page 2

রাবড়ি-জিলিপি খেলেই কমে যাবে মাইগ্রেনের ব্যথা!

নয়া জামানা ডেক্সঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই নানা ধরনের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত টোটকা ভাইরাল হয়। সম্প্রতি এমনই একটি দাবি নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। অনেকেই বলছেন, মাইগ্রেনের তীব্র মাথাব্যথা শুরু হলে রাবড়ি-জিলিপি খেলেই নাকি ব্যথা অনেকটা কমে যায়। কেউ কেউ নিজের অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করছেন। কিন্তু সত্যিই কি এই মিষ্টি খাবার মাইগ্রেনের ওষুধ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা।চিকিৎসকদের মতে, সব মানুষের মাইগ্রেনের কারণ এক নয়। কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকলে মাথাব্যথা শুরু হয়, আবার কারও ক্ষেত্রে কম ঘুম, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, উজ্জ্বল আলো, জোরে শব্দ বা হরমোনের পরিবর্তনের কারণেও মাইগ্রেন হতে পারে। তাই একটি খাবার সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।তাহলে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে রাবড়ি-জিলিপি খেয়ে আরাম কেন হয়? বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকলে অনেক সময় রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায়। এতে মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। রাবড়ি ও জিলিপিতে প্রচুর চিনি এবং কার্বোহাইড্রেট থাকে। এগুলো খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়ে। তাই যাঁদের মাইগ্রেনের কারণ কমে যাওয়া ব্লাড সুগার, তাঁদের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ব্যথা কিছুটা কমতে পারে।তবে এই আরাম অস্থায়ী। এর অর্থ এই নয় যে রাবড়ি-জিলিপি মাইগ্রেনের চিকিৎসা। বরং অনেকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস বা অতিরিক্ত ক্যালোরিযুক্ত খাবার উল্টে মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়িয়েও দিতে পারে।চিকিৎসকরা আরও জানান, মাইগ্রেনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা। ব্যথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেলে সুফল পাওয়া যায়। শুধু ভাইরাল টোটকার উপর নির্ভর করলে রোগের সঠিক চিকিৎসা দেরি হতে পারে।এছাড়া রাবড়ি ও জিলিপিতে প্রচুর চিনি, ফ্যাট এবং ক্যালোরি থাকে। নিয়মিত বা বেশি পরিমাণে খেলে ওজন বাড়া, ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার ও হৃদরোগের ঝুঁকিও বেড়ে যেতে পারে। তাই শুধুমাত্র মাইগ্রেন কমানোর আশায় বারবার এই মিষ্টি খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ,

মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। যেমন দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে না থাকা, প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করা, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুমানো, অতিরিক্ত মানসিক চাপ এড়িয়ে চলা।নিজের মাইগ্রেনের ট্রিগার চিহ্নিত করে তা এড়িয়ে চলা, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া।যদি বারবার মাইগ্রেনের ব্যথা হয় বা ব্যথা খুব তীব্র হয়, তাহলে নিজে নিজে টোটকা ব্যবহার না করে অবশ্যই একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সব তথ্য সঠিক নয়। তাই কোনও দাবি বিশ্বাস করার আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্যের উপরই ভরসা করুন।

লাউডস্পিকারে আজান বন্ধ করার পরিকল্পনা ইউরোপের এই দেশের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইসলামিকরণ ঠেকাতে বড় পদক্ষেপের পথে ইউরোপের দেশ ডেনমার্ক। লাউডস্পিকারে আজান বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে ডেনমার্ক প্রশাসন। সেদেশের অভিভাসন মন্ত্রী মর্টেন বোডস্কভ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, আজানের আওয়াজ ডেনমার্কের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ নয়। ডেনমার্কবসীর যেন কোনওভাবেই মনে না হয় যে, তাঁরা ডেনমার্কের বদলে ইসলামাবাদের কোনও শহরে বসবাস করছেন। ফলে লাউডস্পিকারে আজান দেওয়া বন্ধের জন্য একটি আইন তৈরির কথা ভাবছে ডেনমার্ক সরকার।দ্য কোপেনহেগেন পোস্ট'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বোডস্কভ বলেন, ডেনমার্কে আজানের কোনও স্থান নেই। আর ডেনমার্কে চলাফেরা করার সময় কেউ যেন কোনওভাবেই এমন বিভ্রান্তিতে না পড়েন যে, তিনি ইসলামাবাদের কোনও শহরে এসে পড়েছেন।বর্তমান ব্যবস্থায় স্থানীয় শব্দ-নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার মাধ্যমে এ ধরনের প্রচার কার্যক্রম মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে দেশজুড়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলা হচ্ছে। ডেনিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে ক্ষুসর্বসাধারণের চলাচলের জায়গায় লাউডস্পিকারের মাধ্যমে প্রার্থনা বা আজানক্ষ্ম নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।যদিও ডেনমার্কের সংবিধানে সর্বজনীন ভাবে ধর্ম পালনে স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। তাই সরকারকে এই ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ডেনমার্কের বিরোধী দল-সহ সব পক্ষের সহমত হওয়া। গত বছর ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বোরকা ও নিকাব-সহ মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত পোশাকের ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। ডেনিশ বার্তা সংস্থা 'রিৎজাউ'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফ্রেডেরিকসেন বলেছিলেন, নিজের বিশ্বাস ও ধর্ম পালনের অধিকার সকলের আছে, তবে গণতন্ত্রই সবার ঊর্ধ্বে। তিনি আরও যোগ করেছিলেন, ঈশ্বরকে এক্ষেত্রে সরে দাঁড়াতে হবে।ডেনমার্ক ২০১৮ সালেই সর্বসাধারণের চলাচলের জায়গায় মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত পোশাক নিষিদ্ধ করেছিল। যদিও সেই আইনের আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের ফলে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।

জ্বলন্ত কয়লায় খালি পায়ে নাচে ভারতের এই গ্রামের মানুষ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মরুরাজ্য রাজস্থানের বুকে যখনই রাতের অন্ধকার নেমে আসে, বিঘার পর বিঘা বিস্তৃত ধুধু বালির মাঝে হঠাৎই জ্বলে ওঠে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড। চারপাশের ঘুটঘুটে অন্ধকারকে ফালাফালা করে দেয় টকটকে লাল গনগনে কয়লার চাদর। ঠিক তখনই গমগম করে ওঠে ঢোলের আওয়াজ, আর সেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে থাকে এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড!এক দল মানুষ কোনও রকম দ্বিধা বা ভয় ছাড়া সরাসরি পা রাখলেন সেই জ্বলন্ত কয়লার ওপর। রাজস্থানের বিকানের জেলার কাতরিয়াঁসার গ্রামের এই অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর ঐতিহ্যই হল বিশ্ববিখ্যাত 'অগ্নি নৃত্য', যা রাজস্থানের লোকসংস্কৃতির অন্যতম রোমহর্ষক নিদর্শন।শুরুর দিকে চারপাশের পরিবেশটা থাকে অত্যন্ত শান্ত ও আধ্যাত্মিক। কুশলী বাদকেরা ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করেন, চারপাশ মুখরিত হয়ে ওঠে ভক্তিগীতিতে। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাজনার গতি বাড়তে থাকে। ঢোলের আওয়াজ যত জোরালো হয়, আশেপাশে জড়ো হওয়া মানুষদের মধ্যে উন্মাদনা ততই তীব্র হতে থাকে।আর ঠিক চরম মুহূর্তে খালি পায়ে জ্বলন্ত কয়লার ওপর নেমে পড়েন নৃত্যশিল্পীরা! এক ফুট, দু'ফুট নয়। কয়েক মিটার জুড়ে বিছানো গনগনে লাল কয়লার ওপর দিয়ে তাঁরা কেবল হেঁটে যান না, রীতিমতো নাচের বিভিন্ন মুদ্রা প্রদর্শন করেন। সাধারণ দর্শকদের কাছে যা এককথায় অসম্ভব বা অলৌকিক মনে হয়, এই শিল্পীদের পায়ের মুদ্রায় তা চরম আত্মবিশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ফুটে ওঠে। তাঁদের কাছে এই আগুন কোনও মরণপণ চ্যালেঞ্জ নয়, বরং তাঁদের পরম বিশ্বাসের এক পবিত্র অংশ।এই রোমহর্ষক রীতির সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে, ১৫ শতকের মহান সাধক জাসনাথ জি-র শিক্ষার হাত ধরে। ওঁর অনুগামীরা অর্থাৎ রাজস্থানের 'জাসনাথী' সম্প্রদায় আজও এই ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে টিকিয়ে রেখেছেন। আর এটি কিন্তু স্রেফ বিনোদন বা কোনও স্টান্ট শো নয়; এটি জাসনাথী সম্প্রদায়ের গভীর ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলনের একটি পবিত্র অঙ্গ। এই নৃত্যে অংশ নেওয়ার আগে শিল্পীদের বেশ কয়েক দিন ধরে কঠোর মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিতে হয়। রাতের অন্ধকারে যখন লাল কয়লার আভা, ঢোলের গম্ভীর আওয়াজ আর ভক্তদের মন্ত্রোচ্চারণ একসঙ্গে মিশে যায়, তখন সেখানে এক অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক মায়াজাল তৈরি হয়।আজকের দিনে যখন বিনোদন বলতে মানুষ শুধুই মোবাইল স্ক্রিন বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বোঝে, তখন রাজস্থানের এই অগ্নি নৃত্য প্রমাণ করে দেয় যে প্রাচীন সংস্কৃতির জোর কতটা বেশি। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য নিজের চোখে দেখার জন্য প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, এমনকী সাতসমুদ্র পারের বিদেশি পর্যটকেরাও বিকানেরের এই ছোট্ট গ্রামে এসে ভিড় জমান।বহু শতাব্দী পেরিয়ে আজও জাসনাথী সম্প্রদায়ের কাছে এই নৃত্য স্রেফ একটি প্রদর্শনী নয়; এটি হল এক জীবন্ত ঐতিহ্য। যেখানে রাজস্থানের মরুভূমির খোলা আকাশের নিচে মানুষের বিশ্বাস, সংস্কৃতি আর জ্বলন্ত আগুন একসাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 30-06-2026 15:47 Page 3

রামনবমী অশান্তি মামলায় এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর সাকির আলি

নয়া জামানা, আরামবাগ ঃ ২০২৩ সালের রিষড়ার রামনবমী-পরবর্তী অশান্তির মামলায় তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সাকির আলিকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ।তদন্তকারী সংস্থার একটি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রিষড়ায় সাকির আলির বাড়িতে পৌঁছয়। বাড়ি ঘিরে রেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাঁকে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে রিষড়ায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বোমাবাজি,

ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় কয়েক দিন ধরে কারফিউ জারি করতে হয়েছিল। পরে এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ গ্রহণ করে।ওই মামলায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় উসকানির অভিযোগে সাকির আলির নাম উঠে আসে। তিনি প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী। যদিও ঘটনার পর দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও গ্রেপ্তারি পদক্ষেপ হয়নি।এনআইএ-র এই গ্রেপ্তারির মাধ্যমে প্রায় তিন বছর পর মামলার তদন্তে নতুন অগ্রগতি ঘটল বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মামলার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে তদন্তের স্বার্থে আরও জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনি প্রক্রিয়া চলবে।তবে এই গ্রেপ্তারির বিষয়ে সাকির আলি বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কো-এড স্কুল, হয়ে গেল বয়েজ! অনিশ্চয়তায় শতাধিক ছাত্রীর ভবিষ্যৎ

নয়া জামানা ,কালনা ঃ উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ১২০ জন ছাত্রী। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়েই সামনে আসে বড় ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা। শিক্ষা দফতরের পোর্টালে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট স্কুলটি কো-এড (সহশিক্ষা) হিসেবে অনুমোদিত নয়। ফলে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া সমস্ত ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। ঘটনায় উদ্বেগে পড়েছেন ছাত্রীরা, অভিভাবকরা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ।ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর বিদ্যাপীঠে। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও ভর্তি হয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এসেছে। শিক্ষা দফতরের তরফে তাদের অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু হয়েছে এবং ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে প্রতি বছর।কিন্তু চলতি শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির ১২০ জন ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে জানা যায়, শিক্ষা দফতরের পোর্টালে স্কুলটিতে ছাত্রী ভর্তির কোনও অনুমোদন নেই। ফলে তাদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অথচ গত শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্রীরা বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে এবং তাদের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি।এক ছাত্রী জানায়, আমার মা-ও এই স্কুল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। আমাদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটবে, ভাবতেই পারিনি।ঘটনার পর অনুসন্ধানে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকারি নথিতে কোনওদিনই স্কুলটির কো-এড হিসেবে অনুমোদন ছিল না। অথচ প্রায় পাঁচ দশক ধরে এখানে ছাত্রীরা নিয়মিত ভর্তি হয়েছে, পড়াশোনা করেছে এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। ফলে এতদিন কীভাবে এই প্রক্রিয়া চলেছে, তা নিয়েই উঠেছে একাধিক প্রশ্ন।এদিকে রেজিস্ট্রেশনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ফলে অন্য কোনও স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগও কার্যত নেই বলে মনে করছেন অভিভাবকরা। এতে এক শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে ১২০ জন ছাত্রীর পরিবার।স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ১৯৭৬ সাল থেকে এই স্কুলে ছাত্রীরা পড়াশোনা করছে। ২০২৬ সালে এসে জানতে পারলাম, স্কুলটি নাকি শুধুমাত্র বয়েজ স্কুল হিসেবে নথিভুক্ত। এ বিষয়ে আমাদের কোনও পূর্বসূচনা দেওয়া হয়নি। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণিতেও ২৩০ জন ছাত্রী পড়াশোনা করছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয়নি।

জেলা শিক্ষা দফতর-সহ সংশ্লিষ্ট সব মহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং চলতি বছরের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা যাতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, সেই আবেদনও জানানো হয়েছে। সরকারের কাছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিবেচনার আবেদন জানাচ্ছি, যাতে ১২০ জন ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে না পড়ে।অন্যদিকে, মহকুমা শিক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি শিক্ষা দফতরের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং দফতরই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

রাতভর বৃষ্টিতে ডুবল জলপাইগুড়ি! নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে পৌরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা। গত রাত থেকে জেলায় রেকর্ড ১৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর জেরে শহরের একাধিক প্রধান রাস্তা ও ওয়ার্ড এখন জলের তলায়। সাতসকাল থেকেই চরম

ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ।ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি নদী তিস্তা ও জলঢাকা ফুঁসছে। দুই নদীরই অসংরক্ষিত এলাকায় ইতিমধ্যেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর। এদিকে ফি বছরের এই জলযন্ত্রণা নিয়ে পুরসভার নিকাশি ব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলছেন ক্ষুব্ধ শহরবাসী। তাঁদের অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনার অভাবেই সামান্য বৃষ্টিতেই ডুবছে শহর।

বিষ্ণুপুর পুরসভায় অচলাবস্থায় জেরে বেতন পাননি অস্থায়ী কর্মীরা,বিক্ষোভ

নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর প্রশাসনিক অচলাবস্থার জেরে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বিষ্ণুপুর পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। প্রায় দু'মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের অস্থায়ী কর্মীরা মূল প্রবেশদ্বারের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। একই সঙ্গে পুরসভার স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম চালু করতে অবিলম্বে প্রশাসক নিয়োগের দাবিও তোলেন তাঁরা।পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই একই দাবিতে সাফাই বিভাগের কর্মীরাও আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাঁরা মিছিল করে পুরসভা ও মহকুমা শাসকের দফতরে বেতন প্রদানের দাবি জানান।

সেই সমস্যার সমাধান না হতেই এবার জল, বিদ্যুৎ, কর (ট্যাক্স) সহ বিভিন্ন বিভাগের অস্থায়ী কর্মীরাও আন্দোলনের পথে হাঁটলেন। আন্দোলন কারীদের অভিযোগ, চেয়ারম্যান না থাকায় পুরসভার কর্তৃপক্ষ বেতন প্রদান করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। ফলে প্রায় আড়াইশো অস্থায়ী কর্মচারী চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। আন্দোলনকারী অসিত শর্মা

বলেন, বিষ্ণুপুর পুরসভায় প্রায় আড়াইশো অস্থায়ী কর্মী কর্মরত। অধিকাংশই স্বল্প বেতনে কাজ করি। প্রায় দু'মাস ধরে বেতন পাইনি। বিষয়টি বারবার পুরসভার আধিকারিকদের জানানো হলেও চেয়ারম্যান না থাকায় বেতন দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি। দ্রুত বেতন না পেলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব।আরেক আন্দোলনকারী দিব্যেন্দু শেখর দে বলেন, অস্থায়ী কর্মীদের অধিকাংশ পরিবারই এই বেতনের উপর নির্ভরশীল। বেতন না পাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। দোকানে ধার বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে কর্মবিরতির মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।যদিও এ বিষয়ে পুরসভার কোনও আধিকারিক প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার তিনটি পুরসভার চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন। এর মধ্যে বিষ্ণুপুর পুরসভায় একই সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যানও পদত্যাগ করেন। বাঁকুড়া ও সোনামুখী পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করা হলেও এখনও বিষ্ণুপুর পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে কার্যত অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়েছে পুরসভা।

এর জেরে প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মীদের বেতন প্রদানের বিষয়টিও অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সোমবারের এই বিক্ষোভে সেই ক্ষোভই স্পষ্টভাবে সামনে আসে।

ব্রেকডাউনের নামে বিদ্যুতের লুকোচুরি, স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ এটা লোডশেডিং নয়। এটা বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রহসন। একবার ব্রেকডাউন হলেই প্রতি মিনিটে ৫-৬ বার লাইন কাটা আর জোড়া হচ্ছে। সারাদিনে ৬০-৭০ বার। গয়েরকাটা, নাথুয়া, আংরাভাসার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তবু বিদ্যুৎ দপ্তরের মুখে কুলুপ আঁটা।জনরোষের ভয়ে শুধু গয়েরকাটা ব্রিজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ব্রিজের ওপারে একবার বিদ্যুৎ গেলে ফেরার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মিনিটে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে বিদ্যুৎ আসছে-যাচ্ছে। চলছে শুধু সুইচ টেপাটেপির খেলা।এলাকাবাসীর প্রশ্ন, অদক্ষ মিস্ত্রি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন অপারেটর দিয়ে কেন বারবার লাইন চার্জ করা হচ্ছে? বিভিন্ন কারখানার মেশিন এর ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফল্ট না খুঁজে শুধু চালু-বন্ধ করা হচ্ছে কেন? এভাবে খেলতে গিয়ে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দায় নেবে কে? দপ্তর না ওই মিস্ত্রি?গয়েরকাটার সুনীল রায় বলছেন, অকর্মণ্য মিস্ত্রি এনে ফল্ট না খুঁজেই লাইন চালু করে দিচ্ছে। প্রতি মিনিটে কারেন্ট যায়-আসে। ছোট বাচ্চা

নিয়ে ভয়ে থাকি। কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে কে জানে।নাথুয়ার বাসিন্দা প্রদীপ সরকার বলেন, গত সপ্তাহে আমার জলের মোটর পুড়ে গেছে। কয়েক হাজার টাকার জিনিস নষ্ট হল। বিল দু'দিন দেরি হলেই লাইন কাটতে চলে আসে। আর আমাদের জিনিস নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ কে দেবে? দপ্তর চুপ করে আছে।আংরাভাসার গৃহবধূ সাবিত্রী বর্মন বললেন, শুধু গয়েরকাটা বাজার পর্যন্ত আলো জ্বলে। আমরা অন্ধকারে পড়ে আছি। বিদ্যুৎ দফতরে ফোন করলে বলে ব্রেকডাউন। তারপর ৫০-৭০ বার মিনিটে মিনিটে কারেন্ট যাবে আসবে তারপর ঠিক হবে। এত সুইচ টেপাটেপির খেলা হয় কেন? ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বন্ধ, ঘরে বয়স্ক মানুষ। এই গরমে কীভাবে বাঁচব?আসল সমস্যা একটাই। ফল্ট সারানোর কোনো উদ্যোগ নেই। অদক্ষ মিস্ত্রি আর অনভিজ্ঞ অপারেটর দিয়ে শুধু লাইন অন-অফ করানো হচ্ছে। তাতেই টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান সব পুড়ে যাচ্ছে। মানুষের ক্ষতি, আতঙ্ক, রাগ;কিছুতেই দপ্তরের ভ্রুক্ষেপ নেই।অথচ বিলের টাকা আদায়ে এরা সবার আগে। একদিন দেরি হলেই হুমকি, লাইন কাটা। মাসের পর মাস মানুষকে অন্ধকারে রেখে, জিনিসপত্র নষ্ট করেও এদের লজ্জা নেই।অনেক চিঠি, অনেক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। মালবাজার ডিভিশনে জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। আর নয়। এবার এলাকার সবাই এক হচ্ছে। সরাসরি মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানো হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 30-06-2026 15:47 Page 4

মার্বেল লেক

অযোধ্যার বুকে একটুকরো ‘গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন’

মার্বেল লেক। যেখানে গেলেই ছুঁয়ে দেখা যায় আশ্চর্য সব মার্বেল পাথর। সাদা-কালো বা রঙীন। ফিরে পাওয়া যায় ছেলেবেলার পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালার এক একটা নিশ্বাস।

পাথরের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পাবার বৃথা চেষ্টা। পুরুলিয়া শহর ছাড়িয়ে অযোধ্যার ধার ঘেঁষে যেতে যেতে পাওয়া যাবে এমনই একটি আশ্চর্য জায়গা। বারবার পাথুরে পাহাড় ঘেরা টলটলে জলের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসা যায়, প্রেমে পড়া যায়। কিন্তু লেকটি যেন একটা বিস্ফোরণের মতো। পাথরের খাঁজ কেটে হঠাৎ দেবদূতের মতো বেরিয়ে এল গিরিখাত। গিরিখাতকে ভিজিয়ে দিল ঝরনার জল। তৈরি হল ছোট্ট একটি হ্রদ। যার পোশাকি নাম- মার্বেল লেক। সাধারণত পুরুলিয়াকে রুক্ষ মাটির দেশ বলা হয়। এই রুক্ষ লাল মাটি ভেদ করে এমন স্বচ্ছ জল জন্ম নেওয়ার ইতিহাসটিও তাই চমৎকার। সেখানকার মানুষদের মতে প্রকৃতির দান।

আর চেহারা? ঠিক যেন আমেরিকা-কানাডা সীমান্তের গ্র্যাষন্ড ক্যানিয়ন। তাই বারবার বিশ্ব মানচিত্রে বিদেশি গ্র্যাকন্ড ক্যানিয়নের সঙ্গে তুলনা টেনে চলে আসে বাংলার মার্বেল লেকের নাম।

আমেরিকার সাজানো গোছানো শহর অ্যারিজোনা। সেখানে কলোরাডো নদীকে ঘিরে রেখে ছে প্রাচীন গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। ঠিক রাজার মতোই জমকালো তার অবস্থান। অযোধ্যার মার্বেল লেক ক্যানিয়নের মতো অত বিস্তৃত নয়। কিন্তু এ যেন তারই ছোট্ট একটা রূপ। এখানে পাহাড়ি খাদ নেই তেমন। তবে চারদিক সবুজ জঙ্গলে ঘিরে রেখেছে। ওই গাছগুলি পাহারাদার। মাঝে বৃত্তাকার নীল রঙের হ্রদটি। চারপাশের পাহাড়ে লম্বা-চওড়া পাথর। উপচে পড়ে পর্যটকদের ভিড়।অযোধ্যা থেকে বামনি ঝরনা যাওয়ার পথে কিছুটা এগোতেই পাওয়া যাবে পাহাড় ঘেরা এই জলাশয়ের খোঁজ। পোশাকি নাম মার্বেল লেক হলেও স্থানীয় কিছু ডাকনামও আছে। শোনা যায় অনেকে নাকি পাতাল ড্যাম নামে ডাকেন। তার কারণ গাড়ি যেখানে থামবে, সেখান থেকে হ্রদে যেতে অনেকটা নিচে নামতে হবে। আবার কেউ কেউ নীল স্বচ্ছ জলের জন্য নীল ড্যাম বলেও ডাকেন।

ইতিহাস বলে, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রোজেক্টের কাজের জন্য বিস্ফোরণ করে পাথর ভাঙতে গিয়ে সেই পাথরের খাঁজে তৈরি হয় মার্বেল লেক। যাঁরা অযোধ্যা বেড়াতে যান, একবার হলেও এই নৈসর্গিক হ্রদে নিজের পা ভিজিয়ে যান। এমন অপরূপ দৃশ্য ধারণ করাও কিন্তু কঠিন। প্রাণ জুড়োয়, চোখ জুড়োয়। আক্ষরিক অর্থেই মার্বেল লেক প্রকৃতির দান। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।